দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 JUL 1987
পৃষ্ঠা ...

008

ঢাকাঃ রবিবার, ২৭ আষাঢ়, ১৩৯৪

মাদ্রাসা শিক্ষা কোন পথে ?

—মাওলানা শাহ্ আবুজাফর মোঃ ছালেহ

—পীর ছাহেব ছারছীনা

মাদ্রাসা শিক্ষা আর সাধারণ শিক্ষা এক নয়, যেমন মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর সাধারণ কলেজ এক নয়। মেডিকেল কলেজ ডাক্তার বানানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য তেমনি মাদ্রাসা হচ্ছে আলেমে হক্কানী, নায়েবে নবী বানানোর জন্য। বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্রই চালু আছে। এটা দোষের নয় বরং এটা একান্ত প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষাও একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা। এই বিশেষত্ব রক্ষার উপরেই নির্ভর করে এর সাফল্য।

মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য, ডাক্তার তৈরী করা নয়, ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করা নয় বা মাস্টার তৈরী করা নয়. এজন্য আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এমনকি কিছু কিছু ইসলামী বিষয় শিখানোও নয়— সে ব্যবস্থাও আমাদের স্কুল-কলেজগুলোতে রয়েছে। স্তর ভেদে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিকভাবে দীনীয়াত, ইসলামিয়াত যেখানে পড়ানো হচ্ছে সেখানে আবার আলাদাভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন কি? স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যেভাবে এবং যতটুকু দীনীয়াত, ইসলামিয়াত ও আরবী ভাষা শিখানো হয় মাদ্রাসায় যদি সেভাবে এবং ততটুকুই পড়ানো হয়, তবে অবশ্য স্বতন্ত্র মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার যুক্তি থাকে না। তবে মাদ্রাসা যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে অবশ্যই মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখতে হবে, একে আরও জোরদার করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হক্কানী আলেম ও খাঁটি নায়েবে নবী পয়দা করা এ কথার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। খাঁটি নায়েবে নবী ও হক্কানী আলেম বলতে আমি বুঝাতে চাই—ইলেমের দিক থেকে তারা এমন দক্ষ হবেন যেন কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ্, মূল ভাষা থেকে পড়বার, বুঝবার, তার থেকে মসয়ালা-মাসায়েল ইস্তেম্বাত ও ইসতিখরাজ বা বের করার পরিপক্ক যোগ্যতা সৃষ্টি হয়— পুরাতন ও আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণদক্ষতা জন্মে। ইসলামী ব্যাপারে যে কোন সমস্যার সমাধান যেন তারা সুষ্ঠুভাবে দিতে সক্ষম হন। আর আমলের দিক থেকে তাদের স্বভাব, চরিত্র, লেবাস-পোশাক যেন সুন্নতে নবুবীর অনুযায়ী হয়। এরা যেন ইসলামের ঝাণ্ডাবরদার; জনগণের সত্যিকার পথ প্রদর্শক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে জনগণে শ্রদ্ধা ভালবাসা ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। তাদের প্রভাব ও প্রচেষ্টায় যেন গড়ে উঠতে পারে সত্যিকার ইসলামী সমাজ। ইলমে ও আমলে উভয়দিক থেকে যেন পথের দিশারী হতে পারেন।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী, পাঠদান, পরীক্ষা পদ্ধতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা এমন আলেম তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আছ অর্জিত হচ্ছে না।

আমার ওয়ালেদ মুকাররাম ছারছীনার মরহুম পীর ছাহেব ও আমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকশত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। আমার সমগ্র জীবন আমি মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের পিছনে ব্যয় করেছি। এই জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার এই শোচনীয় অধঃপতন দেখে আজ আমার আফসুস হয় ও ভীষণ কষ্ট লাগে। আমি পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বেও এ নিয়ে লেখালেখি করেছি, সভা-সমিতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ও আলেম সমাজকে ডেকে আমার উৎকণ্ঠার কথা জানিয়েছি, সরকারী কর্মকর্তাদেরকেও সাধ্যমত এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণের আহবান জানিয়েছি। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। আমি দেখতে পাচ্ছি, এ দেশে ইলমে দীনের অবস্থা ক্রমেই নাজুক থেকে নাজুকতর হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশে একদিন আর বা আলেম খুঁজে পাওয়া মুসকিল হবে। সেটা এ দেশে ইসলামের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ হবে। এটা ঐতিহাসিক সত্য, এ দেশে তথা এই উপমহাদেশে হক্কানী ওলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন দীনকে টিকিয়ে রেখেছেন। দেশে এদের সংখ্যা যদি এভাবে লোপ পেতে থাকে তবে তার পরিণতি শোচনীয় হতে বাধ্য।

মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকা আধুনিক বৈষয়িক বিষয়াবলী এতো বেশী পরিমাণে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে যে, তার ধাক্কায় আজ দীনী বিষয়সমূহ গৌন হয়ে পড়েছে। কিতাব ছেড়ে দিয়ে ছেলেরাও সেই দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ছে। এ ছাড়া এই বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য আলেম শিক্ষকের চাইতে ঐ বিষয়াবলীর শিক্ষকও বেশী রাখতে হচ্ছে। একই সাথে সব বিদ্যার পণ্ডিত বানানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কিন্তু এটা যে সম্ভব নয়, তা কেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বুঝতে পারছেন না, আমি জানি না, ছেলেদের ধারণক্ষমতার একটা সীমা আছে। তার অতিরিক্ত চাপাতে গেলে 'তলবুল কুল ফওতুল কুল' অর্থাৎ সব পেতে গিয়ে সব হারাতে হয়। একটা আলেম ক্লাসের ছাত্র ঐ ক্লাসের সমূদয় কিতাব এবং তার সঙ্গে আইএ ক্লাসেরও অধিকাংশ বই পড়বে এবং সবই ঠিক ঠিক মত আত্মস্থ করবে এটা অযৌক্তিক। অনেকে বলেন, এ রকম পড়ানো না হলে নাকি সমমান পাওয়া যাবে না। আমার প্রশ্ন স্কুলের ১০ম শ্রেণী, ১২শ শ্রেণীর (অনুরূপ অন্যান্য শ্রেণী) বই মাদ্রাসার দাখেল আলেমে পড়ানো হচ্ছে বলেই কি দাখেল আলেম— দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর সমমান পাচ্ছে? তাই যদি পায় এবং পেতে হয় তবে সেখানে মাদ্রাসায় মূল পঠিত বিষয়ের স্বীকৃতি কোথায়? স্বীকৃতিটাতো ঐ সব বৈষয়িক বিষয়াবলীরই হলো, মাদ্রাসার মূল বিষয়াবলীর নয়।

স্বীকৃতি নিতে গিয়ে যদি এভাবে মেট্রিক, আইএ, বিএ-এর বই ঘাড়ে চাপাতে হয় তবে মাদ্রাসার মূল বিষয়গুলো থাকবে কি? আর যদি তা না-ই থাকে তবে আলাদাভাবে মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার আবশ্যকতাও কি ফুড়িয়ে যাবে না? স্বীকৃতি হোক এটা আমি মনে-প্রাণে চাই, কিছু বৈষয়িক বিষয়াবলী মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় রাখা হোক আমি তাও চাই— তবে তা মাদ্রাসার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে কিছুতেই নয়। মাদ্রাসার মূল পঠিতব্য বিষয় যথাস্থানে সম্পূর্ণ বহাল রেখে তার পর এর সাথে যতটুকু বৈষয়িক বিষয়াবলী যুক্ত করা যুক্তিযুক্ত কেবলমাত্র ততটুকুই এর পাঠ্যতালিকায় সংযোগ করা যেতে পারে। এর অধিক একটুও নয়।

এরপর পাঠদানের কথা আসে। কি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মাদ্রাসা সর্বত্রই আজ পড়া ও পড়ানোর প্রতি সমান অমনোযোগিতা প্রকট। ছাত্রদের যেমন অবহেলা, শিক্ষকদের তেমন উদাসীনতা বিদ্যমান। ছাত্রদের ঝোক আজ শিক্ষার দিকে নয়, নকলের দিকে। তেমনি শিক্ষকদের খেয়ালও আজ শ্রেণীকক্ষে উত্তমরূপে পাঠদান নয়, টিউশনির প্রতিই অধিক। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আজ এ অবস্থার অবসান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

মাদ্রাসার ছাত্রদের বর্তমানে আমলের অবস্থা বড়ই নৈরাশ্যজনক।

নায়েবেনবী হিসেবে গড়ে উঠার জন্য যাদেরকে মাদ্রাসায় পড়ানো হচ্ছে তাদের স্বভাব-চরিত্র, লেবাস-পোশাক দেখে আজ চেনারই কোন উপায় নেই যে— এরা মাদ্রাসার ছাত্র কি-না। এমন আমলহীন আলেম পয়দা করা মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ছিল না। উপদেশের চাইতে দৃষ্টান্তের মূল্য অনেক বেশী। মাদ্রাসার ছাত্রগণ হবে ইসলামী আদর্শের এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটাই ছিল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তালীমের সাথে তরবিয়াত বা শিক্ষার সাথে প্রশিক্ষণ দানেরও বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু তা আজ নেই। এদিকে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনেকে উপলব্ধি করছেন না। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। এ দিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। কি পরিমাণ ছাত্র থাকলে একটা ফাজিল মাদ্রাসা মঞ্জুরী পেতে পারে তা নির্ধারিত থাকলেও কোন কোন উপজেলায় ৫/৬টি করে ফাজিল মাদ্রাসা মঞ্জুরী পাচ্ছে। অথচ ফাজিল মাদ্রাসা হচ্ছে ডিগ্রী কলেজের সমমানের। আর ডিগ্রী কলেজ একটি উপজেলায় একাধিক নেই বললেই চলে। শিক্ষার মানের অবনতির পিছনে এসব অযোগ্য মাদ্রাসার অবদান মোটেই উপেক্ষীয় নয়।

সর্বশেষ আমি পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে চাই। আজ পরীক্ষার নামে যে প্রহসন চলছে তার অবসান ঘটাতে না পারলে শিক্ষার পেছনে এই বিপুল অর্থ ব্যয় সবকিছু নিরর্থক হবে। পরীক্ষার হলে যেসব অসদুপায় অবলম্বন করা হচ্ছে, একে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে, নিত্য-নতুন আরও অধিক সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে এবং এর ফলে এ রোগ আজ যে মহামারী আকার ধারণ করছে এর প্রতিকার কিভাবে হবে জানি না। মাদ্রাসার পরীক্ষার হল বৃদ্ধিও এর একটি অন্যতম কারণ। পরীক্ষার হল অসংগত-অনিয়মিত ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আইন-কানুন উপেক্ষা করে পরীক্ষার হল দেওয়া শুরু হয়েছে এবং মাধ্যমে নকলের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এ দুর্নীতি দূর হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। উপজেলার বাইরে কোন পরীক্ষার হল দেওয়া হবে না— এ হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিধিবদ্ধ আইন। কিন্তু এ আইনের রক্ষকরাই আজ আইন ভঙ্গ করছেন।

উপজেলা কেন্দ্র থেকে পাড়াগাঁয়ে পরীক্ষার হল মঞ্জুর করছেন। উপযুক্ত অফিসারবৃন্দ, থানা পুলিশ পর্যাপ্ত সংখ্যক থাকা সত্ত্বেও যেখানে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেয়া যায় না, দুর্নীতি রোধ করা যায় না সেখানে গণ্ডগ্রামে পরীক্ষার হল স্থাপন করে পরীক্ষার অসদুপায় বন্ধ করা যাবে কিভাবে তা বুদ্ধির অগম্য। রাতে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে হল বাতিল হয়েছিল তদবীরের জোরে তেমন হলও পুনর্বহাল হয়েছে। কোথাও নৈশ পরীক্ষার মহড়া চলছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার আবেদন, রাজনীতি অন্য যেখানে হয় করুন, মাদ্রাসার পড়ালেখা নিয়ে অনুগ্রহ করে রাজনীতি বন্ধ করুন। আপনাদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে কুরআন-হাদীসের শিক্ষার সর্বনাশ করবেন না।

একটি ছাত্র ৩/৪ জায়গা থেকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে সুবিধামত জায়গায় গিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে অথচ মাদ্রাসা বোর্ড এ দুর্নীতি রোধে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলছে। মাদ্রাসা বোর্ড আজ খেয়ালখুশীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে যাচ্ছে। জানি না, এর পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে। যাহোক আমি মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থা দেখে এর ভবিষ্যত সম্পর্কে সংকিত হয়ে পড়েছি। ইলমে দীনকে এ দেশে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সরকার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জনগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবেন এটা আমার আবেদন।